প্রকল্পের অবস্থান

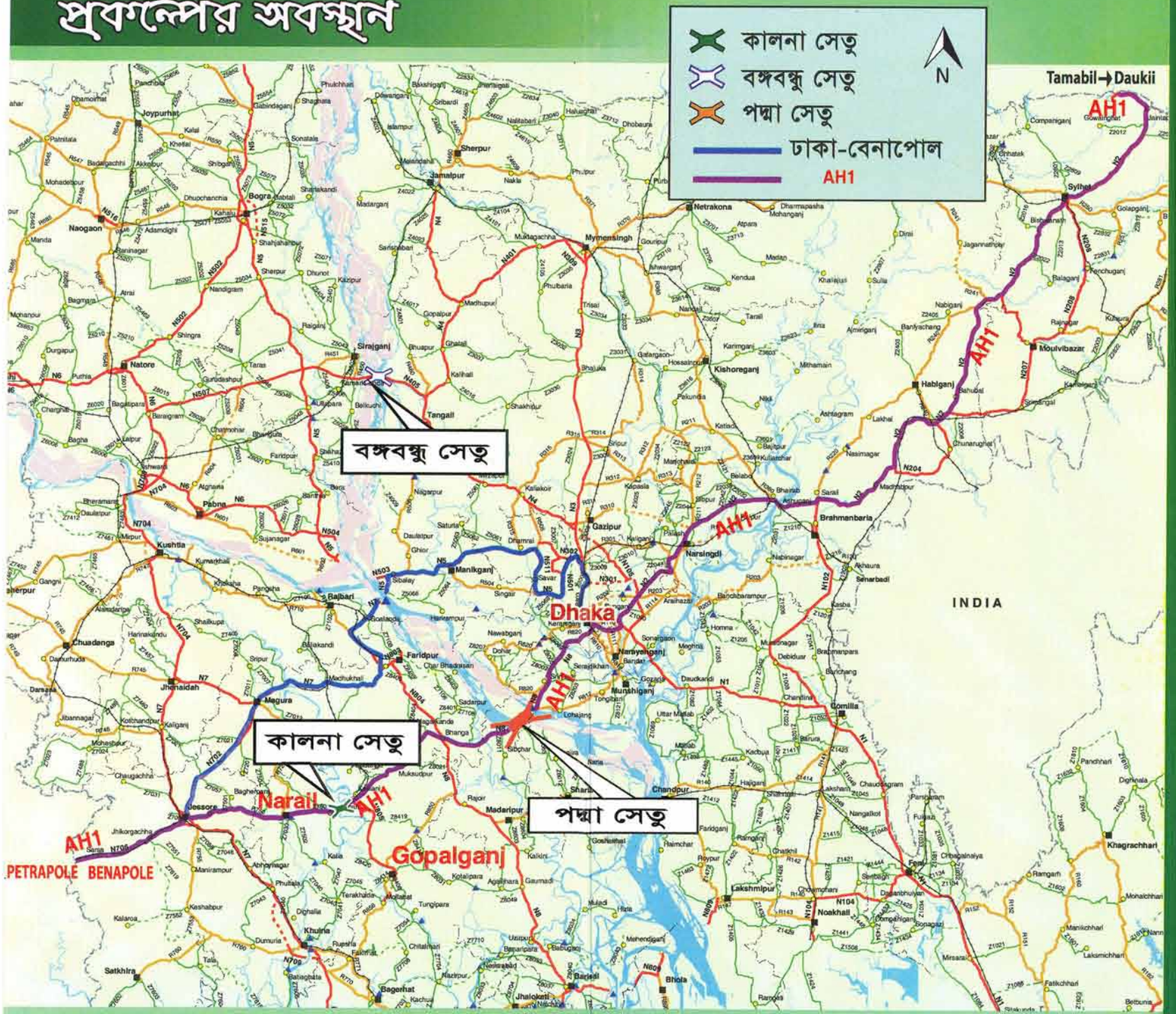

কালনা সেতু

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পটভূমি

নদী যেমন বাংলাদেশকে বৃহৎ জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এক উর্বর কৃষি অঞ্চলে পরিণত করেছে তেমনি এদেশের জীবনধারা, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন নদীনালা দ্বারা বাধাগ্রস্ত। মধুমতি নদীর কালনা পয়েন্ট এমন একটি স্থান। এখানে বর্তমানে ফেরী সার্ভিসের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা হয়েছে। ফেরী পরিচালনা করে সড়ক যোগাযোগ রক্ষা করা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। অন্যদিকে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বিলম্ব হয়। সড়ক পথে যাতায়াত ব্যবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ফেরীর পরিবর্তে সেতু নির্মাণই সমাধান।

ভৌগলিকভাগে গুরুত্বপূর্ণ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার মধ্যবর্তী কালনা পয়েন্টে মধুমতি নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা। গত ১৯-০১-২০১৪ তারিখ ২৪৪.৭৮৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কালনা সেতু নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা সেতুটি নির্মানে আগ্রহ প্রকাশ করে। এ প্রেক্ষাপটে জাইকা এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ২রা আগস্ট, ২০১৪ তারিখে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরতি হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০১৫ মাসে জাইকা কার্যক্রম শুরু করবে।

এশিয়ান হাইওয়ে রুট - ১ [AH1: বেনাপোল - যশোর - নড়াইল - কালনা (ফেরীঘাট) - ভাটিয়াপাড়া - ভাংগা - চরজানাজাত (ফেরীঘাট) - মাওয়া- ঢাকা - সিলেট - তামাবিল] এর বাংলাদেশ অংশে দুইটি মিসিং লিঙ্কের মধ্যে একটি পদ্মা পয়েন্ট এবং অন্যটি কালনা পয়েন্ট। বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর কাজ সমাপ্ত হলে এবং কালনা সেতু নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ের এ রুটে বাংলাদেশ অংশে নিরবচ্ছিন্ন রিজিওনাল কানেক্টিভিটি স্থাপনের ক্ষেত্রে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ পণ্য পরিবহন ও আমদানি - রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

বর্তমানে ব্যবহৃত বেনাপোল–যশোর-মাগুরা-ফরিদপুর-দৌলতদিয়া- পাটুরিয়া-মানিকগঞ্জ-ঢাকা সড়ক পথের (২৬৬ কিলোমিটার) তুলনায় কালনা সেতু হয়ে বেনাপোল-যশোর-নড়াইল-ভাটিয়াপাড়া-ভাংগা-মাওয়া -ঢাকা সড়ক পথের (১৯২ কিলোমিটর) দূরত্ব ৭৪ কিলোমিটার হ্রাস পাবে। ফলে এ অঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, সময় ও ব্যয়সাশ্রয়ী হবে। বাংলাদেশের বেনাপোল ও ভারতের পেট্রাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। প্রকল্প এলাকাসহ সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির ফলে কর্মসৃজন, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং শিল্পায়নেও গতি সঞ্চারিত হবে।

বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্বভার গ্রহণ করে কালনা সেতুর নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা সার্ভিস সেক্টর প্রজেক্ট হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। দেশের অগ্রযাত্রায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

মধুমতি নদীতে দেশীয় নৌকায় চলাচলের দৃশ্য

কালনা ফেরীঘাটে ফেরী পারাপারের দৃশ্য

প্রক্ষেপিত ৪-লেন বিশিষ্ট কালনা সেতু

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	:	মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর ২০১৯
সেতুর ব্যয়	:	২৭২.০০ কোটি টাকা
অর্থায়নে	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা (জাইকা)
সেতুর অবস্থান	:	ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর সড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে কালনা নামক স্থানে
সেতুর ধরণ	:	পাইল ফাউন্ডেশনের উপর পিসি গার্ডার ও প্রগ্রেসিভ ক্যান্টিলিভার বক্স গার্ডার
দৈর্ঘ্য	:	৬৮০ মিটার
প্রস্থ	:	৪ লেন বিশিষ্ট
স্প্যান সংখ্যা	:	১৩
পিয়ার সংখ্যা	:	১২
এব্যাটমেন্ট সংখ্যা	:	২
ফাউন্ডেশনের ধরণ	:	কাস্ট-ইন-সিটু বোরড্ পাইল
সুপার স্ট্রাকচারের ধরণ	:	পি সি গার্ডার ও প্রগ্রেসিভ ক্যান্টিলিভার বক্স গার্ডার
নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স	:	ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স - ৭.৬ মিটার হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স - ১০০ মিটার